প্রথম প্রকাশ : ৩ জ‌ুলাই ১৯৩৯

প্রকাশক : দেবকুমার বসু। ৮/৩ টেমার লেন, কলিকাতা-৭০০০০৯

ম‌ুদ্রক : হরিপদ পাত্র। সত্যনারায়ণ প্রেস, ১ রমাপ্রসাদ রায় লেন, কলি-৬

প্রচ্ছদ : চার‌ু খান

যে দেখে দর্পণে মুখ
যাক না সে নদী নীরে বনে,
আমার নিজস্ব নারী
ফুটেছে ফুলের কলরবে—
মুখ রাখি জোয়ারে যৌবনে।

লেখকের অন্যান্য বই ঃ

বেপথুমতী

অমল অন্ধকার

সূচীপত্র

স্বগতোক্তি [বহুদিনের প্রতীক্ষিত আলো এবং অন্ধকার] ৯
অগস্ত্য [ছেলেবেলাটা কত স্বাভাবিক ছিল] ১০
তবে আর দুঃখ কি [দুঃখগুলো এখন যে যার নিজের পায়ে] ১১
দেবর লক্ষ্মণ [কার কাছে ঋণী ছিলে] ১২
কেননা নারীরা আজ [কিছুকাল প্রতিবেশী মানুষের সাথে কথা হত] ১৩
রক্তপদ্ম করতলে [এখন অনেক রক্ত ধুয়ে গেছে জলে] ১৪
ভয় পেয়োনা [ভয় পেয়োনা তোমার পেছনে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে] ১৫
খেলা ভাঙার খেলা [তোমার হাতেই ছিল তুরুপের তাস] ১৬
ভালোবাসা নিবিড় নীল নিশান [আমরা শুধুই তিনজন] ১৭
দুঃখগুলো বুকের মধ্যে [বুকের মধ্যে দুঃখগুলো] ১৮
এ-পরবাসে [ওই দেখ ঘরবাড়ী ভেদ করে] ২০
কেউ যেন [ক্রমশঃই আমার কাজকর্ম] ২২
যাও [তোমাদের সুখী সংসারের সীমা ঘেঁষে] ২৩
খুঁট খুলে [খুঁট খুলেতো আলো দিলে] ২৪
ভুলে থাকা [ভুলে থেকো ভালো থেকো] ২৫
টিনা মুনিম [বিছানায় শুয়ে থাকি আর ক্যালেণ্ডারের মেয়েরা] ২৬
প্রতিধ্বনি বড় অহংকারী [প্রতিটি পায়ের শব্দ চিনে রাখি] ২৭
চির মধুমাস [চারিদিকে এত দৃশ্য] ২৮
শূন্যের ঘর [তোমার কোমল শালে নীরবতা] ২৯
দৃশ্যের আরতি [আমি পাহাড়ের সামনে দাঁড়াই] ৩০
কে যাচ্ছো [কে যাচ্ছো দুলে দুলে] ৩১
৫ই চৈত্র [আজকে পাঁচই চৈত্র] ৩২
ঈপ্সিত ঈশ্বর [দু'একটি গাছকে গড়ি] ৩৩
তরক্ষুর কণ্ঠে [সূর্য কি তোমার-শিশু] ৩৪
কখন ঈশ্বর [আমার দু'চোখে তুমি চোখ রাখ] ৩৫
অদ্ভুত নিষাদ [অদ্ভুত বিষাদ এক শরীরে এসেছে] ৩৬
বনগন্ধ [ও আজকাল বিষাদ শূন্যতা] ৩৭
কোন এক মৃত কবিকে মনে রেখে [ছিল কি কৌতুক চোখে] ৩৮

দিব্য তুমি অসহ্য সুন্দর [তুমি সুন্দর এই দামী কথাটিকে] ৩৯
সুখী সমীরণ [সুখের বাতাস তুমি হেঁটে যাচ্ছ] ৪০
বিদায় বিদায় [নৌকোগুলো সামনে সাঁতার কাটে] ৪১
ছড়া আধুনিকী [ছেলে জুড়ালো পাড়া ঘুমোলো] ৪২
আমেন বললেন কেউ [বুকের ভিতরে বাঁধা লনশুন্ধ] ৪৩
এক একটা [এক একটা শৈশব কেমন কেটে যায়] ৪৪
[ধর্মতলার মোড়ে আজ বড় বেশী সুখী] ৪৫
একটু কোথাও [আমরা স্বপ্নে ফোটা জুঁই] ৪৬
বহুকাল বাঁচা [মনে হয় বহুকাল ব্যর্থ] ৪৭
সুখ দুঃখ [শেষ বিকেলের রোদে] ৪৮
বাঁশী হাতে রাখাল বালক [বেশ কিছুকাল রমণী রভস] ৪৯
জ্যোৎস্নার বাগানে শুয়ে লুডো খেলা [এখন নির্ভার দিন] ৫১
ছাড়পত্র [এতদিনে ছাড়পত্র পেয়েছি] ৫৩
প্রিয় সারমেয়ীর প্রতি [সারমেয়ী আমার তুমি] ৫৪
স্বপ্ন শিশু [এখন সে কত রাত] ৫৫
প্রান্তরে পেয়েছি জ্যোৎস্না [তোমার উদ্বেল বুক] ৫৬
কলিং বেলেতে বৃষ্টি [তোমার রক্তের স্রোতে ধারাপাত] ৫৭
নিজস্ব নিভৃতে বর্ণমালা [বুঝি কোন্ বিসর্পিত অন্ধকার বেয়ে] ৫৮
শূন্য নিঃস্বনে একা [বহুদিন ভালোবাসা ভুলেছে মানুষ] ৫৯
পাথর গড়ায় [ভেবেছিলাম তোমার ছায়ায়] ৬০
একটি অশ্বথ পাতা [একটি অশ্বথ পাতা ঘুরে ঘুরে] ৬১
কবিতার করপুটে [তার সব সুখ দুঃখ—] ৬২
হোলি হ্যায় [আজ হোলি : কবিতার করপুটে] ৬৩
তুমি কোন [তুমি কোন ভালোবাসা ভালোবাসো] ৬৪

পাদবদ্ধোঽক্ষরসমস্তন্ত্রীলয় সমন্বিতঃ।
শোকার্তস্য প্রবৃত্তো মে শ্লোকো ভবতু নান্যথা ॥ (২।১৮)

—বাল্মীকি-রামায়ণ, বালকাণ্ড

স্বগতোক্তি

বহুদিনের প্রতীক্ষিত আলো এবং অন্ধকার
আজ প্রাণে এসে পেঁছিল
কতদিনের প্রার্থিত বিষাদ আজ করতলগত।

ঘটনাগুলোকে অনুষঙ্গ থেকে বিচ্ছিন্ন করে দেখলে তার ধার মরে যায়,
না হলে কৈশোরের কুড়িয়ে পাওয়া নীল কাঁচের টুকরোটার বিনিময়ে
রাজ্য পাটও কি তুচ্ছ ছিল না ?

পিছু ফিরে তাকাতে গিয়েই সহজ সত্যটা সহজতর হয়েছে
তাই প্রেমকে মনে হচ্ছে পরমা
আর নারী যেন নয়নের নিধি।

ঘটনাগুলো নিজের তাগিদেই ঘটে
ফুল ফোটার লগ্ন যেমন লেখা নেই মানুষের পাঁজিতে।
প্রবেশ এবং প্রস্থান একই মুদ্রায় প্রকৃতিস্থ
যেমন ষোলকলায় পূর্ণিমা আর অবক্ষয়ে অমাবস্যা।

অগস্ত্য

ছেলেবেলাটা কত স্বাভাবিক ছিল
সারাদিন খালি পায়ে হাঁটলেও
কাঁটা ফুটতো না কোনদিনই
আর আজ, মনে হয় মৃত্যুর অনুগমন করছি।

সারাদিন শুধু মাপা হাসি
আর পোশাকী কথাবার্তা
থ্যাঙ্ক ইউ আর নো মেনশন্
তবে আর বল্লাম কেন মিছিমিছি।

মাঝে মাঝে অকারণেই
মানুষকে বুকে জড়িয়ে ধরতে ইচ্ছে করে
মনে হয় দুঃখটা মেপে নিই
কিন্তু তাকি হয়, উন্মাদ নাকি ?

সূর্য ডুবে গেলে
কেউই হাহাকার করে না,
কিন্তু বয়স, সে বুঝি স্থিতপ্রজ্ঞ,
অগস্ত্য গেলে আর ফেরে না।

তবে আর দুঃখ কি

দুঃখগুলো
এখন যে যার নিজের পায়ে
দাঁড়িয়ে গেছে
তাদের জন্য দুঃখ নেই।

সুখ শীতের ঘাসে
আচমকা কটা কুড়িয়ে পাওয়া কুঁচ ফল
কবে কোথায় হারিয়ে গেল
তাদের জন্যও দুঃখ নেই।

প্রেম সে তো এমনই একটা সাবলীল শব্দ
যা জাহাজের একরোখা মাস্তুলের মত
নিজের মহিমাতেই মগ্ন
তার জন্যেও ভাবি না।

আর ভালোবাসা—
সে তো হাল্কা তুলোর বীজ, হাওয়ায় ভাসা
হাওয়াই তাদের হারিয়েছে
তবে আর দুঃখ কি ?

দেবর লক্ষ্মণ

কার কাছে ঋণী ছিলে হে রাজকুমার—
পিতৃসত্যবন্ধ রাম তুমি শুধু ছায়ানুজ তার
জানকীচরণবন্ধ দৃষ্টি কাটে বনবাস কাল।

কার কাছে ঋণী ছিলে অগ্রজের, মাতা কৌশল্যার
যজ্ঞাগারে যুবজানি পরাক্রম পরস্ব তূনীরে
তাই আত্ম উৎসর্জন অভিমানী সরযূর জলে।

প্রজানুরঞ্জক রাম, দেবর লক্ষ্মণ লোকে বলে।

কেননা নারীরা আজ

কিছুকাল কয়েকটি প্রতিবেশী মানুষের সাথে কথা হত
ভালোবেসে মোরগেরা কিছুকাল খেলে যেত আমার উঠোনে
কয়েকটি শালিক শিশু কিছুকাল করুণায় অবিচল ছিল।

আজ সব মানুষেরা বড় বেশী আত্মম্ভরী নিরেট গম্ভীর
মোরগেরা স্বাদু অভ্যর্থনায় উড়ে গিয়েছে কোথাও
হয়তো শালিক কটি সাবালক উৎসাহের শিকার হয়েছে।

এখন গাছের সঙ্গে গল্প করি নিভৃত ছায়ায়
এখন নদীর গাঢ় অবগাহতাকে ফিরে চাই
এখন তারাকে ডেকে সাক্ষী মানি নিহত প্রেমের।

কেননা নারীরা আজ বড় বেশী অন্তর্মুখীন।

রক্তপদ্ম করতলে

এখন অনেক রক্ত ধুয়ে গেছে জলে
এখন উদার রোদে ক্ষমনীয় সব অপরাধ, তাই—
সহনীয় সব ঘৃণা এবং শত্রুর মুখে হেসে ওঠে ভাই।

না হলে আলোর পদ্ম ফুটে উঠতো না
না হলে সন্ধ্যার নদী চুপি চুপি সব নৌকো ফিরিয়ে কি দিত,
না হলে পাখিটা কেন ডেকে বলল 'রাঙা খোকা হোক'।

মাথার উপরে গাছ ছাতিম পাতায় সমারোহে আশীর্বাদ মেলে দেয়
সমস্ত সন্ধ্যার তারা প্রিয় বিয়োগের দুঃখ স্থির হয়ে জ্বলে
ঘাসের বেগুনী ফুল নাসার বেশর হয়ে হাসে মাঘ মাসে।

রোদ্দুরে প্রসন্ন সব মানুষের মুখ মহিমায় দেবতার মত দীপ্ত
শিশুর সহজ সুখ মায়ের বুকের গন্ধ সরলতা ভাসে অনায়াসে
রক্তপদ্ম করতলে অভিমানী নারী ঘুমের গভীরে কাছে আসে।

ভয় পেয়োনা

ভয় পেয়োনা
তোমার পেছনে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
ভালোবাসা
পাছে উত্তরের হিমেল হাওয়া তোমাকে ছুঁয়ে দেয়
আর তার মাথার উপর তুষার কিরীট
কখন নদী হয়ে বয়ে যাবে
তোমার শুকনো খেতের গা ঘেঁষে।

ভয় পেয়োনা
ভালোবাসা পাহাড় হয়ে পাহারা দিচ্ছে অহর্নিশি
তোমার বসন্ত বনের কুঁড়িটি যাতে
ফুল হয়ে ফুটতে পারে
অনায়াস সুখের বৃন্তে :
আর দক্ষিণের হাওয়া যখন তাকে দুলিয়ে দেয়
তখনই তো হেসে ওঠে কাঞ্চনজঙ্ঘা।

ভয় পেয়োনা
তোমার পেছনে পাহাড় হয়ে দাঁড়িয়ে আছে
ভালোবাসা।
আমিই তো।

খেলা ভাঙার খেলা

তোমার হাতেই ছিল তুরুপের তাস
অথচ—
খেলা ভেঙে অনায়াস উঠে গেলে তুমি
হাসির ছুরি এখনো বিঁধে আছে শরীরে।

হাওয়ায় টলমল করে স্মৃতি
ছায়া ভেঙে যায়।

ভালোবাসা, নিবিড় নীল নিশান

আমরা শুধুই তিনজন
আর আমাদের ঘিরে
নিটোল জলের বৃত্ত
ঈশ্বরের আশীর্বাদ।

যদি বল এর থেকে
দু'ঝিনুক তুলে দিতে
পারি না; শিউরে উঠি।
এ যে কেবল তিনটি ঢেউ-এর নদী
আর মাথার উপর নীল নিশান উড়ছে
তোমার নিবিড় ভালোবাসা।

দুঃখগুলো বুকের মধ্যে

বুকের মধ্যে দুঃখগুলো
ঘোলা জলে, কেবলি বন্যার মত বাজে
অকারণেই হাত পাকিয়ে মুঠো বানাই
ভাবি অন্তরীক্ষের দেবতাকে অভিশাপ দেব।

হাতের মুঠো শিথিল করে
চেয়ে থাকি সেই অনাবিষ্কৃত মানচিত্রের ডালপালার ভেতর
যেখানে ভাগ্য একটা সরল রেখার মত ঋজু উঠে এসে
আয়ুকে কেটে বেড়িয়ে গেছে নৈঋতে
আর যশ আকাঙ্ক্ষা কর্মক্ষমতা বিষয় আশয়
ভেসে গেছে বানের জলে।

ভাবি সকলের হাতে প্রায় একই রকম নক্সা
এ-হাতটাই বা এমন রকমারী কেন ?
মোটা একটা সুখকে আঁকড়ে কত মানুষইতো বেড়ে ওঠে
নিশি পাওয়া লতার মত,
তবে এখানেই কেন এ-অনাসৃষ্টি।

আকাশে ঝুঁকে থাকে সপ্তর্ষিমণ্ডল
জ্যোতিষ্কের ছায়া বহুদূরে গড়িয়ে যায়,
পরপারে সূর্যাস্ত হলে ভাঙা মেঘের ফাঁকে
চোখে পড়ে একটা পথ ভেসে গেছে—
অচেনা এক দিগন্তের দিকে,
নাবাল জমিতে নেবেছে অন্ধকার
দূরে দূরে দীপ উঠেছে জ্বলে।

একদিন হয়তো ভাঙা বুকের মধ্যেই বেজে উঠবে
কাঁসর ঘণ্টা ঘনরোলের মধ্যে প্রতিমার পুজো হবে ;
ধূসর ধোঁয়ায় সুরভি ভাসবে দেবতার নির্মাল্য থেকে।

পথ চেয়েই তো কেটে যায় দিনরাত্রি, মাস বছর
যুগ যুগান্ত—
সমস্ত প্রত্যাশার মাথার উপর আকাশ
ময়ূরের মত নীল হয়ে ফুটে ওঠে
গোলাপের ডালে নামে নমনীয়তা।

দুঃখগুলো তখন মনে হয়
টুং টাং পিয়ানোর শব্দ
কান্না সেও কোন গানের ধুয়ো
বারে বারে এসে তারে তার ছুঁয়ে যায়।

ঈশ্বর একটা চেতনা যা ভোরের আলোর মত
যা আস্তে আস্তে ফুটে ওঠে
তখন চোখ খুললেও জ্যোতির্মণ্ডল
চোখ বুঁজলেও তাই—
তখন প্রণাম করে বলতে ইচ্ছে করে
এসেছিলাম—তাই দেখে গেলাম
না এলে, দেখতে পেতাম কি ?

এ-পরবাসে

ওই দেখ ঘরবাড়ী ভেদ করে অনায়াস
কেমন চলে যাচ্ছেন তিনি সাধনোচিত ধামে
এতদিন যেখানেই জল পড়েছে ছাতা ধরেছেন সেখানেই
সেই সংসার নামক অদৃশ্য বস্তু পিছনে পড়ে রইল তাঁর
এখন স্ত্রীর ক্রন্দন, কন্যার কাকুতি কিছুই তাঁর নিদ্রার ব্যাঘাত ঘটাচ্ছে না
এমন কি যে পরিচিত পরিমিত অভ্যাসের দাসত্ব করেছেন এতদিন
তার কোন আকর্ষণই ফাঁস লাগাচ্ছে না তাঁর পায়,
একজন ছোটখাটো কেরানীর আত্মাও কত পবিত্র কেমন উজ্জ্বল
কতদূর উর্ধমুখী।

কে জানতো এত অল্পদিনেই অনীহা এসে যাবে এই বিদেশ বাসে
সাতচল্লিশ বছরের জাগতিক পরমায়ু এমন কীই-বা বেশী ছিল
যখন ইদানীং মানুষের স্বাভাবিক স্থিতির পরিমাপ ক্রমশঃই বর্ধিষ্ণু এবং
জ্যোতিষ্ক জ্বলছে শত শত আলোকবর্ষে ; কে জানতো একদিন
ছুটির দিনের দ্বিপ্রাহরিক নিদ্রার শেষে তিনি আর
নিশ্বাস নেবেন না কোনদিন
বাথরুমের ঠাণ্ডা মেঝেই এমন আকর্ষণীয় হবে তাঁর কাছে
তুঁত রঙের নতুন কেনা টুথব্রাশ কতটুকু ছুঁয়েছে তাঁর ঠোঁট—
আর বহু বিজ্ঞাপিত হ্যালো শ্যাম্পুর শিশিই তো খোলা হয়নি এখনো।

অবশ্য ইদানীং মাঝে মাঝেই আক্ষেপে আলোড়িত হতেন তিনি
জীবনের হাত থেকে মৃত্যু ছাড়া মনোরম নাকি আর কিছুই
পাওনা নেই তাঁর
তবে সেটা মাঝবয়সী পরাজিত পুরুষের খেদোক্তি বলে
কেউ কান দেয়নি বিশেষ

বোধহয় অন্যমনস্ক ঘুমের মধ্যে টের পেয়েছিলেন কোনদিন, অচিরেই
পেন্সিলের ভুল রেখার মতই মুছে যাবেন তিনি কোন এক অদৃশ্য
পুরুষের সহিষ্ণু স্লেট থেকে ;
তাই সব কিছু যথাযথ রেখে চলে গেলেন তিনি এমন একটি আবরণে
যা অচ্ছেদ্য, অদাহ্য, অনার্দ্রতাই যার ধর্ম এবং অশুষ্কতাও ।

শৈশবে মৃতা মায়ের চাহনি বকুল হয়ে ঝরেছে তাঁর পথে পথে
কিম্বা সেই মৃত কুকুরের ভালোবাসা যাকে ভেবে
কতবার জল আসতো তাঁর চোখে,
বাদল রাতে আঁধার ঘরে হঠাৎ ভেসে আসা জোনাকীর ফুলকি বারবার
হাতছানিতে ডাকছে এখন তাঁকে এক আলো থেকে অন্য আঁধারে
কিম্বা ঠিক তার বিপরীত
পরিচিত অন্ধকার থেকে অচেনা আলোয় ; হ্যাঁ যাও তুমি
পরিমিত ভালোবাসার জগৎ থেকে
অনিকেত শূন্যে ;   শোক করব না তোমার জন্যে, চিরকাল
কেই বা থাকে এ-পরবাসে ।

কেউ যেন

ক্রমশঃই আমার কাজকর্ম শেষ হয়ে আসছে
হাতে সাধ আহ্লাদও গোণাগুণতি
এবার আমি ছড়িয়ে যাব গাছপালার মধ্যে
অপরাহ্নের ছায়ায়—
একদলা মেঘ হয়ে উঠে যাব আকাশে
হঠাৎ একটা ছোট্ট নীল পাখি হয়েও উড়ে যেতে পারি।

এতকাল নারীর চোখের আয়নায়
নিজেকে দেখতে দেখতে অনেক সময় নষ্ট হয়েছে
তার চেয়ে ফুলের গন্ধের পেছনে দৌড়লেও ভালো ছিল।

নাঃ ক্রমশঃই আমার ছায়াটা ছোট হয়ে আসছে
হাতে কাজকর্মও গোণাগুণতি
এবার সত্যি সত্যিই একদিন হুশ করে
মিশে যাবো আকাশের নীলে কিম্বা ইউকেলিপটাসের সবুজ পাতার ছন্দে

তোমরা দয়া করে কেউ যেন আমার পিছু ডেকো না।

যাও

তোমাদের সুখী সংসারের সীমা ঘেঁষে
দুঃখী মানুষের দুটো পিঁড়ি পেতে রেখো—
এবং গণ্ডূষ জল পিপাসা পানীয়,
যতটুকু দিতে পার, তাই তুমি দিও
তার বেশী নয়—
বাইরে ঝড়ের মেঘ, বড় ভয় হয়।

মনে হয় দূরে চলে গেছি
ফিরবো যে পথটুকু দৃষ্ট হোলে বাঁচি
অদৃষ্টেতে না হলে মরণ—

কে যাবে আমার সাথে
কেউ যায়, কেউ কি গিয়েছে!

যে গেছে সে একা গেছে
দুঃখে দূরে হেঁটে
তোমার মঙ্গল চিহ্ন
সিন্দুর কপাটে আঁকা থাক—
আমি পান্থ প্রণামের শেষে
যেন এ অগস্ত্য যাত্রা শুরু হয়
ভাদ্রের প্রথম ভোরে,
তুমি মন খুলে বল যাও—
যাই তবে, যেতে দিও হেসে।

খুঁট খুলে

খুঁট খুলে তো আলো দিলে
আঙুল গলে ভালোবাসা,
ডাকলে বলেই কাছে আছি :
নইলে আমার পালিয়ে আসা—
আটকাবে কে ?

এখন আমার দুঃখ যোজন
পথচলা তো সবেই শুরু
শুনে গায়ে দিচ্ছে কাঁটা
এবং বক্ষ দুরু দুরু ?

দু চোখ বেয়ে স্বপ্ন ঝরে
প্রশ্রয়ে তো প্রস্রবনী,
আমায় তুমি জয় করেছ
তোমায় এবার নেব জিনি,
এমন আত্মপ্রসাদেতে
ভয় করে ভাই পালিয়ে যেতে—

তাই তো ভুতের ভর হলে পর
দৌড়ে কাছে ঘনিয়ে আসা—
খুঁট খুলে তো আলো দিলে
আঙুল গলে ভালোবাসা।

ভুলে থাকা

ভুলে থেকো, ভালো থেকো
বলেছিলে : ভুলিনি—
জানি তুমি অন্ধকার থেকে
প্রতিদিন আলো নাও,
তোমার নালিশ নেই কোন
জেনে গেছ সব বিধিলিপি ।

আমি এইখানে বসে থাকি
রাত্রিদিন পারম্পর্যহীন সম্ভাবনায়
ভুলি, ফুলি দুঃখে ক্ষোভে
কান্নায় কান্নায় ক্ষমাহীন ফেটে পড়ি ।

যে গেছে সে বিনিঃশেষ গেছে ।
তাও জানি :
তবু ভুলে থাকি, যতটুকু বলেছিলে
ঠিক ততটুকু, নাকি তারো চেয়ে কিছু বেশী
নিস্পৃহায় । নির্বিরোধ চন্দ্র সূর্যে
নক্ষত্র তারায়—
বা যতটুকু মানবীয়, মানায় আমাকে
যতখানি ব্যোম—
একাসনে একলপ্তে একা একা ভুলে থাকা যায় ।

টিনা মুনিম

বিছানায় শুয়ে থাকি
আর ক্যালেন্ডারের মেয়েরা
স্থির অচপল চোখে চেয়ে দেখে আমার
সব রকম স্বাভাবিক অস্বাভাবিক নড়াচড়া ;
টিনা মুনিম, হেমা মালিনী, জারিনা ওয়াহেব।

আমার একটু একটু জ্বর হয়—
গাছের পাতারা নতুন বর্ষায় আরো সজীব হয়েছে
পাখিরা সবাই সকালবেলায় বলছে উড়ে যাব ;
আমি আমার বুকের জানলা দুটো হাট আদুড় খুলে দিই
মাথার ঢাকনা খুলে পুরনো সব রঙীন শাড়ি, জামা, পেটিকোট
পিটার প্যানের ব্রা, লেশ বসানো রুমাল রোদ্দুরে দিই
আবার ওডোনিলের আশ্রয়ে রেখে দেব বলে।

টিনা মুনিম, হেমা মালিনী, জারিনা ওয়াহেব
তোমরা আরো সুখী সুন্দরী হও
যেন আমার বিছানার নিভৃত দুঃখের মধ্যে
অল্প একটু ঝিরঝিরে বৃষ্টি পড়ে।

প্রতিধ্বনি বড় অহংকারী

প্রতিটি পায়ের শব্দ চিনে রাখি
প্রতিটি কটাক্ষ থেকে পালা বদলের পালা পড়ে দিতে পারি
অজান্তে আঁচল উড়লে বলে দিতে পারি দক্ষিণ থেকে সুবাতাস এসেছে
চিবুকে টোল পড়লে বুঝতে পারি আকাশ এইমাত্র
একটা রামধনু আঁকলো।

কিন্তু নিজের জন্যেই কিছু করা হোল না
সবাই যে যারটা গুছিয়ে নিল, পাটোয়ারী বুদ্ধির ক্ষুরে ক্ষুরে নমস্কার
ও-পাড়ার প্রায় বাবুর বাড়ীরই দরজায় দুলছে মাধবীলতা
স্বামীর কোমর আঁকড়ে পুতুলা পত্নী ফিরলেন স্কুটারে করে
ছিয়াশী সালে সরকারী ঋণপত্র সুদ ছাড়বে ছ' পার্সেন্ট।

এই তো ছায়া নেমেছে দোলন চাঁপার আঙিনায়
হেঁকে বলি তোমার আবার আক্ষেপ কিসের
শুরুই হোল না তার আর শেষ কি ?
তাছাড়া আর ক'টা দিনই বা থাকছো হে—
ঘরবাড়ী কি কারো সঙ্গে যাবে ?

প্রতিধ্বনি বড়ো নাছোড়বান্দা, অহংকারী গলায় বলে—যাবে, যাবে, যাবে।

চির মধুমাস

চারিদিকে এত দৃশ্য
তুমি শান্ত শাড়ি পরে বসে রাত্রিদিন,
তোমার হাতেই বুঝি পৃথিবীর ভারসাম্য
মোক্ষ উত্তরণ।

কত শত চেনা দুঃখ
চারিভিতে দীর্ঘশ্বাস—হাওয়ায় হতাশা
তুমি তৃপ্ত আননেতে তৃষ্য তথাগত
নাকি ধুতপাপা, স্পর্শে পুণ্য পরিমল।

আঙুলে বরদ মুদ্রা, স্থির নেত্রে অর্ধনারীশ্বর,
তাই ফিরি তোমার জাগর স্বপ্নে—
জায়া ও জননী শান্ত শাড়ি তুমি বসে
চিরদিন, চিররাত্রি, চির মধুমাস।

শূন্যের ঘর

তোমার কোমল শালে নীরবতা নীল লতাপাতা
বুঝি মৌন হেঁটে যাওয়া উদাসী হাওয়ায়
ঋজু স্ট্যান্ডার্ড ল্যাম্প অপলক আলো
কিম্বা তুমিই দীপ্র ঘুমভাঙা চুলে ;
হঠাৎ জোনাক পোকা উড়ে এলো ঘরে।

নামমাত্র শারীরিক উপস্থিতি—
না হলে ছবিটি ছুঁয়ে তুমি কতটুকু
নাকি মগ্ন মেঘাভাস কিশোরী কাননে।

তোমার অমল ছবি মায়াবিনী মানচিত্র—
তাছাড়া শূন্যের ঘর অভিমানী শৃঙ্খলা বিহীন।

দৃশ্যের আরতি

আমি পাহাড়ের সামনে দাঁড়াই
নতজানু হই
আমি বৃক্ষের সামনে দাঁড়াই
নতজানু হই
আমি আকাশের সামনে দাঁড়াই
নতজানু হই।

আমি তোমার সামনে দাঁড়াই
তোমার নীল চোখে সমুদ্রের বিস্তার
নীল ফুল চুলের অরণ্যে
তোমার হাসিতে ভোরের বাতাস
কী গভীর উদ্বেল ঢেউ ঢেকে রেখেছ হলুদ শাড়িতে
তোমার কণিত কঙ্কনে বিটোফেনের সঙ্গীত
মায়াবী জ্যোৎস্নায় তোমাকে প্রতিমায় প্রমিত করি—
নতজানু হই।

কে যাচ্ছো

কে যাচ্ছো দুলে দুলে চতুর্দোলা চেপে
রাজা, যাও এখন তোমার তুঙ্গে বৃহস্পতি
ফুল আর সতী নয়, গন্ধবহ কত না সহজে।

কে চেয়েছে রাজ্যপাট, স্পর্শ সেও অহংকারী ছিল
আঁচল দোলেনি এক তিলও
কে রবে এ-পরবাসে—রাজা যাও
দুলে দুলে অদৃশ্য নিশানে পথ ছেয়ে।

নাকি কেউ পিছু নেয়, ফাটা দর্পণের দৃশ্য
নিটোল সময় ভেঙে দীর্ঘশ্বাস—দূতির কৌতুক ?
কতখন রবে এ আকুল জলধারা ?

না, রাজা যাও, নবজলধর শ্যাম
নিষিদ্ধ দরোজা হাট আদুড় পড়ে আছে
পায়ে পায়ে ছায়া বাজে, জ্বলে উঠছে লুকানো লণ্ঠন

৫ই চৈত্র

আজকে পাঁচই চৈত্র স্মরণীয় হয়ে থাক ডায়েরীর পাতায়
চকিত যুঁই-এর স্পর্শ, স্মৃতির সুরভি, রমণীয় অমলিন ভ্রূ-বিলাস
ভাঙাচোরা ক্ষণিক সম্বল, কিছুই অটুট নেই স্মৃতিতে, না তার
পাড়ের রঙ খোঁপার মাধবী। মায়াবিনী মরালীর জ্যোৎস্নার অমলে
হেঁটে যাওয়া বেদনায়; তবু কিছু থাকবে কোথাও, অবুঝ ভ্রমর
'নেই কেন সেই পাখি' গানের কলিটি স্বগত চিন্তায়ঃ এবং
ত্রিভুজ প্রেমের গল্পে প্রার্থিত বিষাদ।

সে নেই, পাঁচই চৈত্রের শুধু অবিরাম যাওয়া আসা নিবিড় নিয়মে।

ঈপ্সিত ঈশ্বর

দু' একটি গাছকে গড়ি গাঢ় মমতায়
বুঝি সে সন্তান স্নিগ্ধ ছায়াময় রবে,
দু' একটি স্বপ্নকে আঁকি ভীরু ভাবনায়
নিরলস প্রার্থনায় বুঝি সিদ্ধ হবে,
দু' একটি দুঃখকে পুষি নিভৃত মায়ায়
কে কখন কৌতূহলী আঙুল ছোঁয়াবে।

দু' একটি নিজস্ব সুখে জ্বেলে রাখি ঘর
দু' দণ্ড দাঁড়ান হেসে ঈপ্সিত ঈশ্বর।

তরক্ষুর কণ্ঠে

সূর্য কি তোমার শিশু সহযোগী
কিম্বা কখনো চাঁদ চুপে কথা কয়
সংসার সীমায় এসে,
জানি যে এসব কথা
বুকে হাত রেখে বড় স্পষ্ট করে
বলা ভালো নয়—
তবু বলতে ইচ্ছে হয়।

শিকড় যখন নামে
তরক্ষুর কণ্ঠে সমন্বয়
ঘটে ভূত ভবিষ্যৎ
এবং, সকল সম্ভব সীমা
ঢেকে দেয় একাকাশ জ্যোৎস্না বিন্দু
নিহিত নীলিমা।

কখন ঈশ্বর

আমার দু'চোখে তুমি চোখ রাখ
আমার দু'হাতে দুটি ফল দাও
রুদ্রাক্ষের . আমি এই কোলাহল
ছেড়ে শেষবার চলে যাই ;
বলে যাই এই বেশ হোল,
কেননা শব্দের সঙ্গে শব সাধনায়
জীবন মেলে না—
তাই চলে যেতে হয়,
যখন সমস্ত সান্দ্র, সংরুদ্ধ হৃদয় :

আর, কিছুটা তফাতে --
রহমান ঈশ্বর তাঁর স্নিগ্ধ লণ্ঠনের পলতে
টেনে দেন অকম্পিত হাতে ।

অদ্ভুত নিষাদ

অদ্ভুত বিষাদ এক শরীরে এসেছে আজ
আজ মন ভালো নেই ;
কেন যে নিষাদ এসে ক্রৌঞ্চকে করল বধ—কে জানে
কেন যে প্রথম ছন্দ উৎসারিত দুঃখের দর্শনে
কেন যে মেয়েটি তার বুকে করাঘাত করে—কি খুলতে চায়

আজ মন ভালো নেই—অদ্ভুত নিষাদ, বিষাদ কটাক্ষবাণ
শর তৃণ নদী পাহাড়ের ঘন ঘ্রাণ সান্নিধ্য কিম্বা
দূর বনরাজীনীলা শ্যাম শষ্পশোভা নিসর্গের অনুক্রম উপমা—কিছুই না।

তার চেয়ে হাওয়ার, হৃদয়, হৃদয়ের বনগন্ধ, গন্ধের গভীরে
কোন ধ্যান বা হিরণ্ময় কোন অনুভূতি খোঁজা ভালো।

কেননা অদ্ভুত নিষাদ এসে বিষাদের বাণে তাকে বিঁধেছে
বিনা শর্তে বিনাশ বা বার্ধক্য কিছু একটা চায়।

বনগন্ধ

ও আজকাল বিষাদ শূন্যতা
এইসব বড় ভাসা ভাসা কথা বলে—
কিছু একটা আঁকড়ে ধরতে চায়।

ও আজকাল বড় বাইরে তাকায়
ধ্যানের মধ্যে বুঝি ধরতে চায়
অন্য কোন ধারণাকে। পায় না। তাই।

ও আজকাল ফুলকে চিনেছে।

ও আজকাল বড় রঙীন স্বপ্নের মধ্যে
গোলকধাঁধায় ঘোরে ফেরে
বনগন্ধ পায়।

কোন এক মৃত কবিকে মনে রেখে

ছিল কি কৌতুক চোখে
ছিল অমলিন অহংকার—স্থির জানি।
এই রমণীয় মরূদ্যান প্রাণ ভ্রমরীর অবিবেকী নীল কান্না
চাতুরী চুমুকে চিবুক তুলে ধরা
বর্ণবলয়িত বাহু, সিত শিরা উপশিরাগুলি হাতে সুখ স্মৃতি সুবিন্যস্ত ;
এক থান দুঃখ দিলে হলুদ আঁচলে ছিল আলো।

জানি বড় ভালোমন্দে মেশামেশি এই অহেতুক চলে যাওয়া
এই মিশ্র সুখ দুঃখ শূন্য সবিনয়ী ম্লান অশ্রুপাত ;
অবশ্য অবিনাশী মহিমায় ইদানীং কেউই বিশ্বাসী নয়
তবু মোম গলে পড়ে অনিচ্ছায় অনীহায় ক্রোধে।

কৌতুক ছিল কি চোখে ?
ছিল কটি অঙ্গীভূত অহংকার—সহজাত কবচকুণ্ডল
কবিতার কুতূহলী সুখ দুঃখ বা অলীক আক্ষেপ
বুকে বড় বেশী উপদ্রুত ভালোবাসা
যেন বাতিঘরে ঋজু পরিপ্লুত অস্থির আলোক রাশি
প্রতীক্ষায় নিশি পাওয়া জাগরূক যন্ত্রণায় জ্বলে।

দিব্য তুমি অসহ্য সুন্দর

তুমি সুন্দর এই দামী কথাটিকে কত ভাবে উচ্চারণ করি
জিভে ও তালুতে ঠোঁটে যেন কাজু বাদামের বিষণ্ণ বিভ্রমে ভেঙে যাওয়া।
তুমি অহঙ্কারী এই শব্দ তোমাকে মানায়, সৌন্দর্যের স্বকীয় মহিমা
বা গহন আনন্দ যা গহনার গর্বে তুমি অংগে ধর সর্বক্ষণ।

এবং অলৌকিক কত শব্দ নিসর্গ উপমা যা অভিধান ঘেঁটে
চুল ছিঁড়ে কলম কামড়ে দাঁতে জিভে রক্তারক্তি কাণ্ড করে কবি লেখে
জানি তোমাকে তা এতটুকু স্পর্শও করে না ;
যেন সাগরের ফাঁপা ফেনা অবাক পায়ের পাতা ছোঁয় বা না ছোঁয়।

তুমি আছ সর্বক্ষণ যেন প্রতিমায় ব্যক্ত ব্যাপ্ত বিরাজিত বরাভয়।
চোখেমুখে
বিবিধ আয়ুধে, গর্জন তেলের গন্ধে দর্শনে দর্পণে দীপে সর্বদীপ্ত দাহে।
তাই চরাচর জুড়ে তাপতৃপ্ত, শান্তি স্নিগ্ধ অহংকার তারায় তিমিরে
প্রাবৃট প্রসূত মেঘে বিভায় বিদ্যুতে বজ্রের নির্ঘোষে নিনাদিত নিশিদিন
দাম্যত, দত্ত, দয়ধ্বম, দিব্য তুমি অসহ্য সুন্দর।

সুখী সমীরণ

সুখের বাতাস তুমি হেঁটে যাচ্ছ যুবতীর হাত ধরে শীতের রোদ্দুরে
কে তোমাকে ঈর্ষা করে ? বেকার যুবক, চায়ের দোকানে ? মোড়ে
বারোয়ারী রকে বসে ? যাবতীয় জাগতিক সমস্যার সমাধান সাধ্য
যার ? তারোতো সামান্য সাধে ছাই অহেতুক উড়ে পড়ে, বুঝি বাধ্য
তুমি বড় মেয়েটির মার ? সুখী সমীরণ তুমি তার চূর্ণালোক ছুঁয়ে বল
রমণী কি পরিণাম রমণীয় ? নিভৃত নিচুল যার অকারণ ভ্রষ্ট হয়, উচ্ছল
হাসিতে ভাঙে বিষাদের বাঁধ ঃ এই ফেরারী রোদ্দুরে রাস্তা ফাঁকা—
বাউল বাতাস ভ্রূক্ষেপ বিহীন যুবতী জরিপে এ-ছবি হৃদয়ে ছুঁয়ে থাকা
ভাবো কত কষ্টকর ; বেকার যুবক তুমি শূন্যে ঘুঁসি ছুঁড়ে অভিশাপ দাও
বলো—বিনা যুদ্ধে না মেলে সূচ্যগ্র ভূমি ভাগ্য সেও অতলে বিশ বাঁও।

বিদায়, বিদায়

নৌকোগুলো সামনে সাঁতার কাটে
এবং এখন বুকের মধ্যে ফাটে
তপ্ত বালির চরা
আপনাতে বিদায় বিদায় রিক্ত বসুন্ধরা ।

হঠাৎ কখন বৃষ্টি এলে রাতে
স্বপ্ন সবই লুটোয় ধারাপাতে
শুকনো শাখার বনে
বিদায় বিদায় হাততালি দেয় ঝাউপাতা নিঃস্বনে ।

এখন আমার সামনে সমুদ্দুর
অথৈ জলে দিগন্ত বন্ধুর
যা বৃষ্টি ধরে—
লেবুর পাতে করমচা থুই, বিদায় দিলাম তোরে ।

ছড়া আধুনিকী

ছেলে জুড়োলো
পাড়া ঘুমোলো
গিন্নী ওঠেন খাটে

ঘরের মধ্যে
ঘর রয়েছে
গরমে রাত কাটে।

রাত পোহালো
ফর্সা হোল
ফুটলো খোঁপার ফুল
দুধের দোকান
খুলে খুকি
খুঁজছে অলিকুল।

আমেন বললেন কেউ

বুকের ভিতরে বাঁধা লনশুদ্ধ বাসাবাড়ি
সম্পন্ন দালান দরোজায় দোলানো মাধবী
এ-পর্যন্তই আমি গেঁথে তুলতে পারি—
তারপরে স্বাভাবিক যা কিছু সবই
তোমার লীলায় স্নিগ্ধ নিপুণ নির্ভর
ছায়ার বিমনা চিকন্ সবুজের স্বর।

তুমি খুঁট খুলে দাও অমলিন আলো
চটুল চোখের চাওয়া স্মিতহাস বরদআনন
স্খলিত খোঁপার ফুল উদাসীন হেমন্তের বন
কিছু তার নিসর্গিক কিছু বা অচেনা
মিছে দাম দিতে যাওয়া : বিনামূল্যে কেনা
হৃদয়ের একচ্ছত্র নিঃশর্ত দলিলে
তুমি মৃদু হাতে হেসে সই দিয়ে দিলে—
তাই এই রাজ্য পাট, নগর নাগরী
নিষ্কর পুকুর শষ্য, দুগ্ধবতী গাই
একলপ্তে চাষযোগ্য : দৈবে পেয়ে যাই
আমি এক হতভাগ্য দরিদ্র দুর্মুখ
আমেন বললেন কেউ ? ভালোবাসা অংশত অসুখ

এক একটা

এক একটা শৈশব
কেমন কেটে যায়—
জলছবি, জমানো দেশলাই ঘুড়ি লাটাই

এক একটা কৈশোর
কেমন কেটে যায়—
স্কুলছুটি, যখের ধন, গ্রীষ্মের দুপুর।

এক একটা যৌবন
যেন আর কাটে না—
ভীরু চিঠি, ভিজে হাত, ভরা চোখ।

ধর্মতলার মোড়ে আজ বড় বেশী সুখী জনতার ভীড়
আজ বড় বেশী হাত ধরাধরি করে হাঁটছে হিপি ও হিপিনি
আজ ঘরে ফেরার জন্য বড় বেশী ব্যস্ততা স্ত্রৈণ মানুষের
প্রথম স্তন ওঠার লজ্জায় আজ আরো বেশী মাথা নীচু করে হাঁটছে
কুণ্ঠিতা কিশোরী ;
নিভে আসা সিগারেটে শেষ সুখটান দিয়ে আজ আরো বেশী স্বাধিকারে
দৃপ্ত যুবক
যুবতীর হাত ধরে ঢুকে যাচ্ছে মেট্রোর গহ্বরে।

আজ শেষ বেলাকার রোদ বড় বেশী মায়াময় সোনালী সুদূর
আজ বড় বেশী কাছে পাওয়া দূরে সরে যাওয়া
বুকের ভিতর ভালোবাসা আজ বড় বেশী উথলে উঠছে দুধের মতন।

ক্যান্সার হাসপাতালে শুয়ে যুবক রোগীটি আজ বড় বেশী করে ভাবছে
এ-জীবনে বহু ফুল তোলা তার বাকী রয়ে গেল।

একটু কোথাও

আমার স্বপ্নে ফোটা জুঁই
কোথায় তোরে থুই
সুখের মধ্যে, বুকের মধ্যে
শুকনো ফুলের ভুঁই।

পদ্ম পাতার জল
আমার টলটলে সম্বল
চোখের পরে তৃষায় ভরে
পাইনে খুঁজে তল।

সূর্যমুখী তুই
দু'ঠোঁট দিয়ে ছুঁই
সুখ পেতেছি, বুক পেতেছি
একটু কোথাও শুই।

বহুকাল বাঁচা

মনে হয় বহুকাল ব্যর্থ বেঁচে আছি—
শুধু বুকের ভিতর অবিরল বৃক্ষ পতনের দীর্ঘ ধ্রুব ধ্বনি
আর সুখের ভিতর কার অমল আঁচলে চাবি অহর্নিশি অহংকারে বাজে।

সুখ দুঃখ

শেষ বিকেলের রোদে
ট্রেনের হাতল ধরে
সুখ বলেছিল
আবার দেখা হবে।

না, দেখা হয়নি
আর—;
এখন হাত বাড়ালেই
দুঃখের নাগাল পাই।

সুখ, তুমি যেখানেই
থাকো, ভালো থেকো
ভুলে থেকো।

বাঁশি হাতে রাখাল বালক

'বেশ কিছুকাল রমণী রভসরঙ্গে কেটে গেল
নির্মল উরজ, বাহু বক্ষ উষ্ণ রৌদ্র করোজ্জ্বল
বনে বিবিক্ত বর্ষণদিন, রোমাঞ্চিত
কদম্ব কাননে গন্ধরাজ ফুটে আছে, যেন
মৃগমদ প্রোষিতভর্তৃকার ভুক্ত ভাবিনী শরীরে।'

এটুকু পাঠের শেষে ভুরু কুঁচকে যায় পাঠকের
'যতসব গর্ভস্রাব কবি' বলে তেড়ে ফুঁড়ে উঠে পড়ে
ধাবমান দিনযাত্রা শুরু হয়—যার পরাজিত
প্রতীক চিহ্ন রেশনের থলি।

আমি ভয়ে বলি—
না হয় আর একটু ধৈর্য ধরলেন সুধী পাঠক-
পাঠিকা, সিনেমা শিল্পীর পায়ে সমর্পিত মন,
দেখুন আমরা যারা প্রাকৃত পন্থায় হই কবি, কিম্বা
নিষ্কাসিত ভ্রূণ, নষ্টফল, পচা পেঁপে, কাঁঠালের ভূতি
কিম্বা ছেঁড়া চটি জুতো; তাদেরও হয়তো কিছু বাণী আছে,
কিছু রক্তপাত, উল্কা কিম্বা ছাই'এর শূন্যতা, বশ্যতা
বিশ্রাম বিহীন কটি কফি হাউসের দিন রাত্রি;
বিধুর বালিকা নয়, পরিণত তাজা পুষ্ট কটি
নাসপাতি নারী পাশে; আমরা তুই তোকারি
করি, কাঁদিহাসি অকারণ, মনের মহলে কটি
লাল লণ্ঠন জ্বালাই; আমাদের কটি কথা না হয়
দু'দণ্ড শুনে এককানে ফের অন্য দ্বারপথে ফেলে দিন
সিকনি, ছেঁড়া ন্যাকড়া বা শূন্য সিগারেট, সাবান
স্যামপেনের বাক্সের ঘৃণায়।

তবু কিছু কথা থাকে, থেকে যায় বর্তমান
বা দূরভবিষ্যতে ঃ এখন গঙ্গার বুকে বসে
উস্কো চুল যে কবি আনমনা তার কলমের কটি
কথা রাইনের রক্তকেশী স্ল্যাক্সপড়া উদাসীন
মেয়েটির দীর্ঘশ্বাসে একাকার হয়ে যায় :
মোহিত অর্গলবন্ধ ম্লান অভিমান, খুনসুটি
দুষ্টু দারুচিনি বনে মিহিঝড়, মধ্যাহ্নের পালতোলা
স্পীড্‌বোট ভূমধ্যসাগরে। আল্পসের ঢালে
কটি হিমঝুরি হিংসুটে যুবতী।

তাই বলি, অনাবিল গহন আনন্দ না থাক, তবু
কিছু ছন্দোবন্ধ অভিমান, বাক্যের বিন্যাস এই
চারুবাক চতুর প্রতিমা, তারই বক্ষে রক্তপাত
কানাগলি, ভ্রষ্টভ্রূণ, চারুচন্দনের স্তনে অভিমানী
রুদ্ধ অশ্রুপাত ঃ স্খলন, পতন, ঘৃণা ক্লান্ত করপুটে
কপোল বিলগ্ন কটি হৈম দীর্ঘশ্বাস, প্রেমে অকারণ
যতি পতনের পাপ—এই স্বর্গ, দ্যুলোক, ভূলোক
অধোভুবে কবির করদরাজ্য, আর অটুট রাজকন্যা
সুপ্ত বাসনায়, সোনার পালঙ্কে লীনা নীলপদ্ম
সোনা ও রুপোর কাঠি ব্যাঙ্গমা ব্যাঙ্গমী—
দুঃখী রাজপুত্র, রাজ্যহীন পারিষদ পরিত্যক্ত—আর
রুক্ষ রোদ্দুরের মাঠে অনাদিকালের এক
চিরন্তনী অনাদ্যন্ত রাখাল বালক বাঁশীহাতে।

জ্যোৎস্নার বাগানে শুয়ে লুডো খেলা

এখন নির্ভার দিন কেটে যায়
আমি চুপ বসে থাকি, কেননা
রক্তের মধ্যে স্ফুট অভিমান
বড় তীব্রস্বনে কথা কয়ে ওঠে।

একা এ-নির্দয় নিশি, চেয়ে থাকি
সীমাহীন অন্ধকারে—যেন কেউ
খড়্গ তুলে বলে গেছে—ছিন্ন কর
ভিন্ন কর রক্ত থেকে রাগ।

ভীষণ গোলাপ, গাছে জ্যোৎস্না
নৌকাও নদীতে, চরাচরে শুধু
প্লুত স্বর, প্রবহমানতা : আমিই
পীড়িত একা শ্মশান শূন্যতা মেখে
বসে থাকি : বাঞ্ছিত বেদনা
বড় ব্যথা দেয় ; তাই চলে যাই
গণ্ডগ্রাম ছাতিম তলায়।

নারী নরম নয়নে মৃদু হাসে
ভ্রূ-ভঙ্গে রোদ্দুর বেঁকে যায়
জানালায় অচিন পাখীর রঙ
পালকে প্রলাপ : স্ফুট কণ্ঠে বলি
আহা সীমন্তিনী সুখী হও
ভালোবাসো পর্যন্ত পৌরুষ :
মঞ্জুল স্তবকনম্রা মাধুর্যে মসৃণ—
এই যে এমন দিন চিরদিন
জানি থাকবে না—একদিন

রামধনু, কচি কামরাঙা রোদ
ঠিক এনে দেব ; ততদিন ধৈর্য ধর
নিরাময়ে নিষ্ঠুর হোয় না।
আমি দেখি দুদণ্ডের দেখা
চলে যাই গঞ্জ থেকে গ্রামে
সেখানে সূর্যের রথ থেমে আছে
আজান বাতাসে ধুল্যাবলুণ্ঠিত ছায়া ;
মায়া হয় মনে মনে ফিস ফিস বলি
আঙুরলতায় রোদ ভাঁড়ারে কিসমিস

সীমন্তিনী ভুলে থাকো শোক
ভালোবাসো অধীর হোয়ো না
সাধের সাম্রাজ্য বাঁধো অলখ আঁচলে
চকিত চিক্কন চাবি বাসনায় বাজাও
রাত্রিদিন : আর অপাঙ্গে আড়াল
টেনে মাতো নির্বিন্ধ নিষ্ঠুর রক্তপাতে
বসন্ত বাতাসে হোলি খেল : আর
জ্যোৎস্নার বাগানে শুয়ে—আকীর্ণ
বকুল বিথি—পাশাপাশি লুডো খেল
সারারাত, স্বপ্নকে ভেঙোনা।

ছাড়পত্র

এতদিনে ছাড়পত্র পেয়েছি
গার্ডসাহেব তোমার হাতে গুঁজে দিলাম হলুদ নিশান
তুমি উড়িয়ে দাও—
না, বাঁশী বাজাবার দরকার নেই
আমি অমনিই চলে যাচ্ছি।

প্রিয় সারমেয়ীর প্রতি

সারমেয়ী আমার তুমি সুখী হও।

আমার শরীরে আজ অনচ্ছ অসুখ ;
সুখে স্বাদ নেই
স্বেদ নেই দৈহিক ঘর্ষণে :
তাই ভাবি বনে—
চলে যাই চিল্লিশোর্ধে
খুঁটে খাই ফল
যৌবন উপান্তে রেখে
এটাই নিয়ম : পাপ না
প্রজাত প্রতিফল ।

স্বপ্ন শিশু

এখন সে কত রাত—
ঘাসে এসে শুয়েছে শিশির ?
ভয় শিরশির করে
তরাসে তাকালে ;
সচল শৈশব, সব পটে আঁকা ছবি ।
দক্ষিণ দুয়ারে দাঁড়া—
যদি, ফের হামা টেনে খোকা হবি ।

প্রান্তরে পেয়েছি জ্যোৎস্না

তোমার উদ্বেল বুক, ভুরু তুলে সুরভিত চন্দনের মত চেয়ে থাকা
এখনো জলের মত জাগরুক, স্মৃতিতে সুখের সাঁকো সব আঁকা আছে
অনেক পায়রা তুমি উড়িয়েছ লীলায়িত হাতে, ঘাসের নির্জনরঙ
চোখের সজল, উঁচু অনায়াস ছাতে চিত্রিত শাড়ীর মত উৎসবের
দিনগুলো সাবলীল ওড়ে ঃ হৃদয়ে চাকার চিহ্ন, কার গাড়ী
ভোরে উদাসীন ছেড়ে চলে গেছে ঃ আজ ছায়াময় হেমন্তের
নিস্পৃহ আলোয় তবু তার ছবি ভাসে ঃ হাসির মসৃণ দাগ
ঘন নীল চোখের আলোয় আয়ত আশ্রয় আঁকা, প্রসন্নতা
প্রতিবেশী ব্যাগ্র বরাভয় ; প্রান্তরে পেয়েছি জ্যোৎস্না,
ঘরে অন্ধকারে একা ভয় হয়।

কলিং বেলেতে বৃষ্টি

তোমার রক্তের স্রোতে ধারাপাত নবনীত সুধা
লাল পুঁতি হাত ভাঙা মুদু পুতুলের দুঃখী চোখ
তোমার স্মৃতির মধ্যে শৈশবের স্বপ্নে শোনা গান
রক্তের গহনে লাল জল চুরি ভীরু ডুরে শাড়ী
কিম্বা কাঁচের চুড়ি, পুন্নিপুকুর, মিনি বেড়ালের ছানা
ভুরভুর সেন্টের কচি নীল শিশি, লাল চটি
ঝিরঝির ঝাউকাঁপা প্রসন্ন প্রভাতে বৃষ্টিপাত ঃ
তাই কী গভীর তুমি মমতায়, ভালোবাসো মায়ের মতন,
সমস্ত রুক্ষতা ছুঁয়ে দশটি আঙুলে আনো বান ।

আকুল দুপুর জুড়ে হলুদ পাতার ছেঁড়া স্মৃতি ওড়ে
আহা কী গহীন গাঙ নেমে যেতে যেতে নীরবতা
চোখে চুলে আলোছায়া তৃপ্তির তুলিতে নক্সা আঁকে ;
ফের স্নিগ্ধ ভেসে ওঠো লাভলক প্লেসে জানালায়
সবুজ সম্পন্ন ঘরে, বুদ্ধের বরদ হাতে আঁকা বরাভয়,
কলিং বেলেতে বৃষ্টি ঠিক সওয়া পাঁচটার সময় ।

নিজস্ব নিভৃত বর্ণমালা

বুঝি কোন্ বিসর্পিত অন্ধকার বেয়ে
হাওয়ার সংরাগে শব্দ আসে
দোলে আলোছায়া : কখন সময় হয়
অস্ফুট ধানের ধ্যানে ফুটে ওঠে শিষ
বিষ নামে সাপের দুংষ্টায়।

উঠোনে জুড়োনো জ্যোৎস্না
কুয়াশায় অলীক ছায়ারা খেলা করে
নিঃশব্দ শিশির কণা ঝরে যায়—ভয় হয়
অকস্মাৎ সাজানো সংসার ঠেলে কে কখন চলে যায়;
কার হৃণ্ট হাতছানি ডেকে নেয় নাকি
নীল নৈশ নক্ষত্রের খুব কাছাকাছি
দ্যুলোক দ্যুতির কোলে।

হৃদয়ে কি হাহাকার নামে ?
জানি প্রিয় প্রাণের পুত্তলি—অগণ্য আলোক বর্ষ
নীহারিকা, পুঞ্জিভূত জ্যোতিষ্ক ছায়ায়
তৃণের মতই, তুচ্ছ : আকাঙ্খায় তবুও কেবলি
স্বর ও ব্যাঞ্জনে গাঁথা নিজস্ব নিভৃত বর্ণমালা
নিসর্গ নিচয়, সব বুকের নিবিড়ে ছুঁয়ে থাকি।

শূন্য নিঃস্বনে একা

বহুদিন ভালোবাসা ভুলেছে মানুষ
বুঝি ভুল ভালোবাসা ভুলিয়েছে তাকে
শ্মশান শিয়রে গাছ চিত্রার্পিত—স্থির জেগে থাকে
জলে ঝড়ে কুয়াশায়—মানুষের হিম মৃত্যু দেখে দেখে
জাগে কি হতাশা ?

সেও একদিন পুড়বে মানুষের সাথে—মানুষীর আলিঙ্গনে
তাই বনে—অনন্ত নক্ষত্র বীথি তারার আলোয় চেয়ে থাকা
অন্ধকারে শ্মশান জাগানো।

গাছ কাকে ভালোবাসে—মানুষকে, মানুষীকে ?
জলজগুল্মের গন্ধ—অসীমের পাখি,
আমি চুপে বলি তাকে—সব ফাঁকি সব মায়া
শুধু শূন্য নিঃস্বনে একাকী অহোরাত্র জেগে থাকা
বুকে ভুল ভালোবাসা—উদাসীন চিবুক চুম্বন।

পাথর গড়ায়

ভেবেছিলাম তোমার ছায়ায় একটু দাঁড়াই
অন্বেষী এ দুহাত বাড়াই আকিঞ্চনে,
আলোর আড়াল সরিয়ে নিলে গড়িয়ে দিলে পাথর ;
ঘ্রানের সীমায় একটু বাসি আতর কবে কখন ছড়িয়ে ছিলে
শৈল সানু নীলনিসর্গে—সেকি মায়া ?

নদী কি ফের উৎসমুখী, মন্দাকিনী স্বর্গে সুখে নির্বাসিত
কেউ শুনেছে, বিষ বুনেছে বুকের মধ্যে—ওষধি নয়
এবং সুখে কারুণ্য কি কাঁকর ছড়ায় ?

মোহাচ্ছন্ন একটু চাওয়া—ছায়ায় দাঁড়াই ঃ
রুক্ষরোদে আদিগন্ত এখন শুধুই চড়াই ভাঙা—
পাথর গড়ায় ।

একটি অশ্বত্থ পাতা

একটি অশ্বত্থ পাতা
ঘুরে ঘুরে উড়ে এসে পড়ে
অন্ধকার বুকের ভিতরে
কার স্পর্শ পায়—

সে কুসুম কার করতল
দ্রব হয়ে জমেছিল জল
এখন বালিই চমকায়।

অশ্বত্থ আর কেন তবে
নির্জন হৃদয়ে পেঁছিবে
বালি খুঁড়ে কী প্রত্ন পাও—

যে গেছে ফুলের কলরবে
ব্যাকুল বনেতে উৎসবে
তার সুখী শাখি ছুঁয়ে দাও।

কবিতার করপুটে

তার সব সুখ দুঃখ—বুঝিবা—
কৌতুকও কবিতার করপুটে ঃ
কে কোথায় ফুল তোলে—রঙ মাখে
দাবাগ্নি জ্বালায়—
সব-সব-কবোষ্ণ কবিতার করপুটে
ঠাঁই পায়—পায়ও—না আবার—
ভেসে যায় অবিনাশী চৈত্রের চাওয়ায়।

যায় যদি—যাক ভেসে যাক
মুখ কার কারুকার্যময়—স্তবক বুকের
ভালোবাসা—মরা সাধ—হিঙ্গুল—হাওয়ায়
জ্বলে যায়—চৈত্রের পাতার সাথে—যায়।

থাকে—তবু কিছু থাকে
নিবিড় নিষেধটুকু—ভিজে—ভীরু নমনীয়তায়—
বা চলোর্মি'র চঞ্চল আঘাতে—ভেঙে যায়—
যায় রেখে যায়—অলৌকিক—আলোটুকু
সবিনয়ী স্বাদু সুষমায়।

আর যদি নাই থাকে—নাই থাক—
বাবুই এর শূন্যবাসা—অভিমান—ঝরে যাক
উড়ে যাক—খরবায়—বৈশাখের—ঝড়ে ঝঞ্ঝনায়
কবিতার কৃপা কণা—আঁখিজল—কবোষ্ণ চাওয়ায়-
থাকে কতটুকু থাকে—যায়—যায়—সবই যায়
ওই উড়ে যায়।

হোলি হায়

আজ হোলি ঃ কবিতার করপুটে তাই আমি আবীর
ঢেলেছি, বলেছি বালিকা ব্রীড়িত বুকে কিশোরীর
কেশে বা তরুণীর তরুতল ভরে দাও, যেন তারা জানে
কবিতা কৃপণ নয় ঃ অকৃপণ দানে দিতে কবিতাই পারে
বিশাল বাসনা বা রঙীন সাহস ঃ কবিতা আজ তুমি হোরি
খেল পুরবাসিনীর সাথে, লাজ ভেঙে দাও অজস্র আবীরে
যেন বীরের মতই তুমি কিশোরীর কৃশ প্রতিরোধ বালিকা
বারণ বা তরুণীতাড়ন-ভীত নও ; তুমি দুর্গের দুয়ার
দিয়ে বালিকার বুকে, কিশোরীর কামনায় বা যুবতীর
যৌবন সন্ধিতে দাগ দাও, কবিতা তোমার আজ কামরাঙা
দুই হাতে কেবল নিষেধ নয়, কাফুর্, কাঁটাতার সব ভাসাও
যথেচ্ছ জোয়ারে ; কবিতার তূণে আজ সব কটি রঙীন আয়ুধ
অন্ততঃ সকালটুকু সাবালক থেকো ঃ আজ হোলি কবিতার করমূলে
আমি তাই বসন্তের বাসনা না কামনার অকৃপণ কৌতুক ঢেলেছি ।

তুমি কোন

তুমি কোন ভালোবাসা ভালোবাসো
কার প্রেমে পেতেছ অঞ্জলি
কেন উৎসের পানে ধাও
তারি তীরে সঁপেছ পিপাসা ?

কার করতলে তুমি আলো
বিমনে কখন গেছ ছলি
যারে ছায়াবীথি তলে পাও
তারি বুকে বিঁধেছ হতাশা ?

তুমি কোন ভালোবাসা বাসো ভালো
কেন বালিকা বয়ানে হাসো
মনে মোহ কেনবা ছড়াও
ঘরে যদি আঁধার ঘনালো ?

কেন ভুল ভালোবাসা বাসো ভালো
মুখ ছায় মৃদু অভিমানে
চোখে কার চকিতে হারাও
নিরাশায় নেভালে কি আলো ?

তুমি কোন ভালোবাসা, ভালোবাসো…